International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-IV, January 2016, Page No. 27-31
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

অস্তিবাদী দর্শনে সত্তার স্বরূপ

সুজিত কুমার মন্ডল
সহকারি অধ্যাপক, বোলপুর কলেজ, বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Existentialist thinkers consider existence as Beingness. The main theme of their philosophy is human Existence. Here existence does not denote only livelihood but also includes extension of manhood. The great four existential philosophers, Kierkegaard, Karl Yespars, Heidegger, and Jean-Paul Sartre mainly focused in their Philosophy the existence of human or man. In my article I have tried to highlight the philosophical thoughts of those four existentialists. In this short article I have tried to analyze the concept of 'Being' or 'Existence' according to Existentialism.

সত্তাবানের আলোচনা বিভিন্ন দর্শনে গুরুত্ব লাভ করলেও সত্তার আলোচনা খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সত্তাবান নয়, সত্তার আলোচনাই প্রাথমিক ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। সাধারণ অর্থে 'সত্তা' মানে থাকা বা বিদ্যমানতা। 'আমি আছি', 'সে আছে', টেবিল আছে' ইত্যাদি বাক্যগুলিকে যদি বিরুদ্ধ ভাবে প্রকাশ করি তাহলে হবে 'আমি নেই', 'সে নেই', 'টেবিল নেই'। এই বাক্যগুলিতে 'নেই' এর সার্থকতা কোথায়? 'নেই' পদটির যাথার্থ্য আমাদের খুঁজতে হয় 'আছে' পদটির মাধ্যমে। 'আমি নেই', 'সে নেই', 'টেবিল নেই' বাক্যগুলিতে 'আমি', 'সে', 'টেবিল' শব্দগুলি সত্তা দ্যোতক। যদি প্রশ্ন করা হয় 'কী' নেই?? উত্তর হবে 'টেবিল নেই', 'আমি নেই', 'সে নেই'। এই 'কী' প্রশ্নটিই সত্তাসূচক। এই প্রবন্ধে অস্তিবাদী দার্শনিক কিয়েৰ্কেগার্দ, হাইডেগার, সার্ত্রে, এবং ইয়েসপার্সের সত্তা সম্পর্কিত মতামত আলোচনা করা হয়েছে।

অস্তিবাদী দার্শনিকের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষের অবস্থান। একদিক থেকে অস্তিবাদ হলো মনুষ্য-পরিস্থিতির দর্শন। অস্তিবাদ বিষয়ের দর্শন নয়, বিষয়ীর দর্শন। অস্তিবাদী দার্শনিকরা মনে করেন 'বেঁচে থাকা' আর 'অস্তিত্বশীল হওয়া' এক জিনিস নয়। অর্থহীন ভাবে জীবনযাপন করাকে 'বেঁচে থাকা' বলা গেলেও 'অস্তিত্বশীল হওয়া' বলা যায় না। অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থ এক প্রকার বিশেষ ব্যক্তিমানুষে পরিণত হওয়া, যে মানুষ আনন্দে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়, বিভিন্ন বিকল্প বিচার বিবেচনা করে দেখে, নির্বাচন করে, সিদ্ধান্ত নেয়, ও অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

সোরেন কিয়েৰ্কেগার্দের মতে সত্তা: কিয়েৰ্কেগার্দ ছিলেন অস্তিবাদের প্রথম প্রবক্তা। তিনি একজন আস্তিক অস্তিবাদী দার্শনিক ছিলেন। অস্তিবাদীদের কাছে 'সত্তা' বা 'অস্তিত্ব' শব্দটি বিশেষ অর্থ বহন করে। শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই 'অস্তিত্ব' শব্দটি প্রযোজ্য। আমরা অস্তিত্বকে কখনই একটি ধারণায় রূপান্তরিত করতে পারব না, কারণ অস্তিত্বের ধারণা শুধুমাত্র অস্তিত্বের সম্ভবনাকেই বোঝায়। কিয়েৰ্কেগার্দ শুধুমাত্র মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন।

কিয়েৰ্কেগার্দ মানুষ ও জগতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন মানুষকে সামনে রেখে। তাঁর ১৯৩৯ সালে অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত Journal নামক গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই 'আমি'কে তিনি চিন্তার বুনিয়াদ হিসাবে ধরেছেন। এই 'আমি'কে তাঁর ভাষায় বলা যায় নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান, এই জ্ঞান যদি না হয় তাহলে জগৎকে জানা সম্ভব নয়। অন্তর্মুখীনতার দ্বারাই জগৎকে জানা সম্ভব। এই অর্ন্তমুখিনতা কিন্তু অহংকার নয়। এই বোধের সাহায্যে মানুষ জগৎ এর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। এই অর্ন্তমুখীনতাকে কিয়েৰ্কেগার্দের ভাষায় Inwardness বলা যায়। এটি অস্তিত্বের পক্ষে সবথেকে বড় গুণ। এই অর্ন্তমুখীনতাকে অনুভবের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে বারে বারে জানাই হলো 'আমি'র জ্ঞান। তাঁর দর্শনে আমরা দুই রকমের 'আমি'র আবরণ খুলে দেখলেন, 'আমি'র কোন রূপ মিথ্যা নয়, কিন্তু বৈষয়িক 'আমি'র সত্য চূড়ান্ত নয়।

তিনিও লক্ষ করেছিলেন বৈষয়িক 'আমি'র সঙ্গে আরো একটি আমি যুক্ত হয়, যে 'আমি' সৃষ্টি করতে পারে, কল্পনা করতে পারে, নিজের স্বার্থ না দেখে অপরের মঙ্গল কামনা করে। 'আমি'র এই সত্তাকে তিনি Journal নামক গ্রন্থে Divine side of man বলে বর্ণনা করেছেন।[১] তিনি মনে করতেন, 'আমি'র সত্য কোন প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতাতেই মানুষ সত্য হয়ে ওঠে। এটাকেই সত্য উপলব্ধির উপাদান বলা যায়, মানুষের আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি প্রকাশের জন্য চাই একটা জগৎ। মানুষ প্রথমে অস্তিত্বশীল এবং পরে তার সারধর্ম অস্তিত্বের মধ্যে দিয়ে অর্জন করে। অস্তিত্ব এমন জিনিস যার জন্য মানুষকে অনেক চেষ্টা, সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। জ্ঞান বা বুদ্ধির দ্বারা মানব অস্তিত্বকে পরিমাপ করা যায় না। স্বাধীনতা ও সংকল্পের সাহায্যে মানব অস্তিত্বকে ধরা যায়।

কিয়ের্কাগার্দের মতে মানব জীবনের তিনটি স্তর আছে।[২] অনুভূতির স্তর (Aesthetic Stage) নৈতিক স্তর (Ethical Stage) এবং ধর্মীয় স্তর (Religious Stage) নিম্নে এই তিনটি স্তরের বর্ণনা সংক্ষেপে দেওয়া হল- অনুভূতির স্তর (Aesthetic Stage)

এই স্তরটি মানুষের জীবনে প্রথম স্তর, এই স্তরটি নিকৃষ্ট এবং নগন্য, এই স্তরটি ইন্দ্রিয় সুখ ও ভোগবিলাসের একটি পর্যায়। মানুষ এই স্তরের জীবনে সঙ্গীত ও অন্যান্য সুখদায়ক উপকরণে আসক্ত থাকে। মানুষের এই স্তরে জীবন-যাপন নীতিহীন। কোনরকম কর্তব্য, দায়িত্ব, অনুশাসন এই নীতিগুলি এই স্তরে থাকে না। এখানে থাকে তাৎক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখ, এই স্তরের জীবন হল খেয়াল-খুশীর জীবন। কিয়ের্কেগার্দের মতে, এই স্তরের জীবন আসল জীবন নয়, এই স্তরে জীবন দায়িত্বহীন, অস্থির, ক্ষণস্থায়ী এবং অত্যন্ত নগন্য। এই রকমের অস্তিত্ব অর্থহীন, এই স্তরের মানুষ প্রকৃতপক্ষে নির্বাচন করতে পারে না। চোখের সামনে যা পায় তাই গ্রহণ করে, একটি বস্তু গ্রহণের পরক্ষণই অন্য বস্তু খোঁজা শুরু করে, এই রকমের দায়িত্বহীন এবং নীতিহীন, জীবনের পরিণতি দুঃখ ও হতাশা। অনুভূতির স্তরটি ব্যাররথতায় পর্যবসিত হয় কারণ এখানে একঘেঁইয়েমি জীবন, মানসিক অবসাদ, বিরক্তি ইত্যাদি মানুষকে গ্রাস করে। এই বিরক্তিই হল এক ধরণের বর্ণনাহীন শূণ্যতা। অনুভূতির স্তরে মানুষ আস্তে আস্তে শূণ্যতার দিকে অগ্রসর হয়।[৩]

নৈতিক স্তর (Ethical Stage): এই স্তরে মানুষ অনুভূতির স্তরের ইন্দ্রিয়শক্তির নিস্ফলতা, হতাশা, সন্দেহ সম্পর্কে সচেতন হয়, আর তখনই মানুষ নিজেকে নির্বাচন করে এবং যখন মানুষ নিজেকে নির্বাচন করে তখন মানুষ নৈতিক স্তরে উন্নীত হয়। এই স্তরে মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং সমাজের একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদি পালন করে। নৈতিক স্তরে সমাজের নিয়ম, আচার, অনুষ্ঠান সবই মানুষকে মেনে চলতে হয়। নৈতিকতার স্বার্থে মানুষ নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেয়। সমাজের ভালভাবে বেঁচে থাকা, কর্তব্য ইত্যাদি সম্পাদন করা এই স্তরের বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা নৈতিক স্তরে বিদ্যমান থাকে। এই পর্যায়ে মানুষ নিজেকে মূল্যায়ণ করে জীবনের অর্থ খোঁজার চেষ্টা করে। কিয়ের্কেগার্দের মতে, এই স্তরে মানুষ নিজের জীবন অতিক্রম করে বৃহত্তর জীবনের দিকে এগিয়ে যায়। নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ করে অপরের কথা মানুষ ভাবে। সার্বজনীনতা হল নৈতিক স্তরের বৈশিষ্ট্য। এই স্তরে মানুষ স্বশাসিত জীবন অতিবাহিত করে।[৪]

ধর্মীয় স্তর (Religious Stage): ধর্মীয় স্তরে মানুষ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করতে পারে। কিয়ের্কেগার্দের মতে, ধর্মীয় স্তরটি অপর দুটি স্তর থেকে উন্নত। মানবুস্তিত্বের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে যথাক্রমে ইন্দ্রিয়সুখভোগ ও নৈতিক মূল্য প্রাধান্য পায় তেমনি ধর্মীয় স্তরে প্রাধান্য পায় ঈশ্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁর প্রতি আত্মসমর্পন। মানুষের সামনে তিনটি স্তর সবসময়ের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ইন্দ্রিয়সুখভোগ, নৈতিক জীবন অথবা ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পন এই তিনটি স্তরের মধ্যে মানুষ কোনটা নির্বাচন করবে তা মানুষকেই ঠিক করতে হবে। মানুষ মনোনয়নের মাধ্যমে স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটায়। শুধুমাত্র দৈহিক বা আত্মিক জীবনই যথার্থ জীবন বা অস্তিত্ব নয়। যথার্থ অস্তিত্বের জন্য এই দুয়ের সমন্বয় প্রয়োজন, যা ধর্মীয় স্তরেই পাওয়া যায়।[৫]

কার্ল ইয়েসপার্সের মতে সত্তা: কার্ল ইয়েসপার্স ছিলেন আস্তিক অস্তিবাদের প্রবক্তা। তিনি মনে করতেন জগতের অন্য সকল প্রাণীর মত মানুষও জন্ম-মৃত্যুর অধীন, তবে অন্য সকল প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য হল মানুষ চিন্তাশীল, সচেতন এবং স্বাধীন। কার্ল ইয়েসপার্সের দর্শনের প্রধান লক্ষ্য ছিল মানবঅস্থিত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা।

ইয়েসপার্সের দর্শনে তিন প্রকার সত্তার কথা পাই, --স্বরূপ সত্তা **(Being-in-itself)** বহির্জাগতিক সত্তা **(Being there)** এবং আত্মিক সত্তা **(Being oneself)**। ঈশ্বর বা পরম সত্তাকে তিনি স্বরূপ সত্তা বলে অভিহিত করেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাকে

তিনি বহির্জাগতিক সত্তা বলেছেন। অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন মানবসত্তাকে তিনি আত্মিক সত্তা বলেছেন। বহির্জাগতিক সত্তা এবং আত্মিক সত্তা পরমসত্তাতে অর্ন্তভুক্ত থাকে। আমরা আগেই লক্ষ করেছি প্রচ্ছন্নসত্তা নিজে স্বাধীন নয়, অতীন্দ্রিয়সত্তা প্রচ্ছন্নসত্তাকে স্বাধীনতা প্রদান করে। ইয়েসপার্সের দর্শনে মানষের অস্তিত্ব সরবদাই জগৎ-সম্পৃক্ত **(Being-it-the-world)**। মানুষ নিজের মত করে জগতের কোন কিছুকে পরিবর্তন করতে পারে না। মানুষ ইন্দ্রিয় অনুভবের সাহায্যে জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে এবং বুদ্ধির দ্বারা জগৎকে অতিক্রম করে। জগতের সমস্ত রকম জ্ঞানই আপেক্ষিক, তাই অপূর্ণ মানুষের পক্ষে পরম সত্তার জ্ঞানলাভ অসম্ভব। অপূর্ণ মানুষের পক্ষে পূর্ণকে জানা সম্ভব নয়, ফলে মানুষ পূর্ণ জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকে।[৬]

মানুষ স্বাধীন ভাবে জীবনের লক্ষ্য স্থির রেখে জীবনের পথে এগিয়ে চলে এবং স্বভাব অনুযায়ী নিজের লক্ষ্য স্থির করে। মানুষের জীবন সীমিত হওয়াই সকল সম্ভবনার বাস্তব রূপ দিতে পারে না ফলে মানুষ ব্যর্থ হয় এবং অপূর্ণতা মানুষের জীবনে দেখা দেয়। মানুষের মনে পূর্ণতা লাভের আশা থাকে কিন্তু মানুষ তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় এবং হতাশা গ্রস্থ হয়ে পড়ে। মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে নানা রকম বাধা বিপত্তি থাকার জন্য মানুষের মুক্তির পথ কি হবে এই নিয়ে মানুষ চিন্তা করতে থাকে। চিন্তাজগতে সকল মানুষ স্বাধীন। মানুষ মতো করে নিজের মুক্তির পথ খুঁজে নেয়। যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ নানা বাধা বিপত্তি মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্নের দিকে ধাবিত করে, তখন মানুষ অন্তরের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ফলে আত্মিক সত্তা ও বহির্জাগতিক সত্তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়, এবং মানুষের স্বাধীনতা জেগে ওঠে। পূর্ণসত্তারূপী ঈশ্বর সবার উপরে আছেন বলেই জগতে মানুষ স্বাধীন ভাবে জীবনের পথে এগিয়ে চলে।

মার্টিন হাইডেগারের মতে সত্তা: 'সত্তা' সংক্রান্ত আলোচনা হাইডেগারের দর্শনের মূল ভিত্তি। তিনি 'বিং অ্যান্ড টাইম' গ্রন্থে 'সত্তা' সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সত্তার কোন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ সত্তার থেকে বেশি ব্যপ্তি যুক্ত কিছু হয় না, যার সাহায্যে সত্তার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় আবার সত্তার থেকে কম ব্যপ্তিযুক্ত কিছুর দ্বারা 'সত্তার' সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

হাইডেগারের দর্শনে জগতে শুধুমাত্র মানুষই অস্থিত্বশীল সত্তা। মানবসত্তার মধ্যে পূর্ণসত্তা সুপ্ত সম্ভবনা রূপে বিদ্যমান। মানবসত্তা নিজের নির্ধারিত পথ বাস্তবে রূপদানের চেষ্টা করে। মানুষের অন্তরে যে সুপ্তসম্ভবনাগুলি বর্তমান, সেগুলিকে বাস্তবে রূপদান করার চেষ্টা মানুষকে আজীবন করে যেতে হয়। মানবজীবন মানেই কর্মময় জীবন। হাইডেগারের ভাষায় এই কর্মময় জীবনকেই '**Dasein'** বলা যেতে পারে। '**Dasein'** একটি জার্মান শব্দ, এই শব্দটি বিশ্লেষণ করলে পাই '**Da'** এবং '**sein', 'Da'** মানে জগত-সম্পৃক্ত এবং '**sein'** মানে সত্তা **(Being)** সুতরাং **'Dasein'** শব্দের আক্ষরিক অর্থ জগত-সম্পৃক্ত-সত্তা **(Being-in-the-world)**। '**Dasein'** বলতে যে সত্তার কথা বলা হয় সেটি সবসময়ই 'আমার' সত্তা হবে। এই সত্তা অসীম সম্ভবনায় পরিপূর্ণ। এই সম্ভবনাকে কিন্তু হাতের-কাছে-উপস্থিত-সত্তার **(Being-present-at-hand)** সাথে তুলনা করা যায় না। যেহেতু Dasein অসীম সম্ভবনায় ভরপুর সেহেতু যে কোন বিষয়ে সে স্বয়ং সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

জগতে সকল কিছুই প্রদত্ত **(Given);** মানুষও ঠিক তাই। কেবলমাত্র মানুষই তার প্রদত্ত রূপটিকে যথার্থ অস্তিত্বে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। জগত থেকে মানুষের অস্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জগত থেকে আলাদা করে অস্তিত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যায় না। যথার্থ অস্থিত্বশীল সত্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সকল মানুষের আত্ম অতিক্রমণ অপরিহার্য।[৭]

মানুষের জীবন বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই নিরবচ্ছিন্ন তিন কালের মধ্যেই মানুষের জীবন বয়ে চলেছে। জ্বালা-যন্ত্রণা-ঘাত-প্রতিঘাত-বাধা-বিপত্তি মানুষের জীবনের নিত্য সঙ্গী। এই কারণেই হাইডেগার 'বিং অ্যান্ড টাইম' গ্রন্থে কাল প্রবাহের তিন পর্যায়কে **(Caer)** কেয়ার বলে অভিহিত করেছেন।

হাইডেগারের মতে, ব্যক্তিসত্তার অনেক সম্ভবনার মধ্যে মৃত্যুও একটি সম্ভবনা। ব্যক্তিসত্তার চরম সম্ভবনা হলো মৃত্যু। মৃত্যুকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিসত্তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। মানুষ যখন ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে তখন সত্তার ভিতরের সমস্ত সুপ্ত সম্ভবনাগুলির সঙ্গে মৃত্যু নামক সম্ভবনাটিও তার মনের মধ্যে এসে যায়। মানুষ চিন্তার সাহায্যে 'মৃত্যু-সত্তা' সম্পর্কে সচেতন হয় এবং মৃত্যু সম্পর্কে একটা আশঙ্কা বা ভয় মানুষকে বিব্রত করে। যেহেতু মৃত্যু একটা অনিবার্য সম্ভবনা এবং যার কোন বিকল্প হয় না, সেহেতু এই সম্ভবনাটি বাস্তবে রূপায়িত হবার আগেই ব্যক্তিমানুষ নিজের নির্বাচিত সম্ভবনাগুলিকে বাস্তবে রূপদানের মাধ্যমে নিজের জীবনের একটি সামগ্রিক রূপ দেবার চেষ্টা করে। ব্যক্তিজীবন সীমিত অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষ হল মৃত্যুমুখী সত্তা।

জাঁ-পল-সার্ত্রের মতে সত্তা: জাঁ-পল-সার্ত্রে ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত 'বিয়িং অ্যাণ্ড নাথিংনেস' গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে সত্তার আলোচনা করেছেন, তাঁর দর্শনে আমরা দেখতে পাই যে কোন প্রকাশিত বিষয় নিজেই একটি সত্তা (Being) উদাহরণ স্বরূপ, একটি আলমারি হল সত্তা ও প্রকাশিত বিষয়রূপে আলমারিটি একটি সত্তার প্রকাশ। এই রকম সত্তা হল প্রকাশিত-বিষয়-রূপ-সত্তা (Being of Phenomenon) সার্ত্রে প্রকাশিত-বিষয়-রূপ-সত্তাকে সংক্ষেপে সত্তা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "সত্তা হল প্রকাশিত বিষয়ের ভিত্তি ও সকল প্রকাশের শর্ত।"[৮] সত্তা কোন প্রকাশিত বিষয় নয়। সত্তা প্রকাশিত বিষয়ের ভিত্তি। সত্তা ছাড়া প্রকাশ সম্ভব নয়। একটি বিষয় তখনই প্রকাশিত হবে যখনই বিষয়টি সত্তাকে অবলম্বন করবে। কোন বিষয়ের প্রকাশের প্রাথমিক শর্ত হল তা সত্তাকে ভিত্তি করে থাকবে। সত্তাকে ভিত্তি করেই যে কোন মানসিক ক্রিয়া এবং ঐ ক্রিয়া নির্দেশিত বিষয়ের প্রকাশ ঘটে। মানসিক ক্রিয়া সে সত্তাকে ভিত্তি করে থাকে সেটি স্ব-হেতু-সত্তা (Being-for-itself) এই সত্তাই হল মানবসত্তা বা চেতনসত্তা। আর মানসিক-ক্রিয়া নির্দেশিত বিষয় যে সত্তাকে ভিত্তি করে থাকে সেটি হল স্ব-স্থিত-সত্তা (Being-in-itself) সত্তা স্বরূপত যা, তাই স্ব-হেতু-সত্তা।

সার্ত্রের দর্শনে, সত্তার বহুবিধ বৈশিষ্টে ভরপুর সামগ্রিক রূপকেই স্ব-হেতু-সত্তা বলা যায়। বলা যেতে পারে একমাত্র মানুষই 'সত্তা' বিষয়ক যাবতীয় সমস্যার উদ্ভাবক ও সমাধান কর্তা। মানব শূণ্য পৃথিবীতে সত্তার অস্তিত্ব অর্থহীন। সকল আত্মসচেতন মানুষ সত্তার রূপকার। সত্তাকে আখ্যা দেয় মানুষই। যতক্ষণ পর্যন্ত সত্তা মানুষের চেতনার বস্তু না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সত্তা 'সত্তা' নামে অভিহিত হতে পারে না। সত্তার চেতনা ছাড়া সত্তার আলোচনা সম্ভব নয়। যথার্থ চেতনা বলতে 'বিষয়' চেতনাকেই বোঝান হয়েছে। বিশুদ্ধ চেতনা হয় শূণ্য। চেতনা স্ব-হেতু-সত্তার সঙ্গে এক আন্তর বা মানস সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে একটি 'সমগ্র' তৈরী করে। এই 'সমগ্র' টিকেই স্ব-স্থিত-সত্তা বলা যায়। এই স্ব-স্থিত-সত্তা হল প্রকৃত সত্তা। মানবসত্তা বা স্ব-হিত-সত্তা স্ব-হেতু-সত্তায় পর্যবাসিত হবার এক পরিকল্পনা বিশেষ। স্ব-হেতু-সত্তা এবং স্ব-স্থিত-সত্তা নিছক আরোপিত কিছু নয়। স্ব-স্থিত-সত্তা বা স্বরূপ সত্তা কখনই সম্ভব নয়, আবার অসম্ভবও নয়। এটি শুধু আছে।

সার্ত্রের দর্শনে স্ব-হিত-সত্তা ও স্ব-স্থিত-সত্তা ছাড়াও আরও একটি সত্তার কথা পাই।[৯] সেই সত্তাটি হল অপর-হেতু-সত্তা (Being-for-other) স্ব-হেতু-সত্তা অনিবার্যভাবে অপর-হেতু-সত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কারণ স্ব-হেতু-সত্তা আবশ্যিক ভাবে অপর-হেতু-সত্তাকে সূচীত করে। অপর-হেতু-সত্তা ব্যতীত স্ব-হেতু-সত্তা গুরুত্বহীন। গুরুত্বহীন এই কারণে যে, কোন মানুষই একক ভাবে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। 'অস্তিত্ব' শব্দটির চরিত্রই হচ্ছে সামাজিক। মানুষ হিসাবে আমার অস্তিত্ব অন্যসকল মানুষের উপর নির্ভরশীল। আমি যদি অপরের অস্তিত্ব স্বীকার না করি তা হলে নিজেই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ব। সমাজের সকল মানুষের সঙ্গে আমিও অস্তিত্বশীল। সার্ত্রের মতে, জগৎ ব্যতীত অস্তিত্ব সম্ভব নয়। অস্তিত্ব হল জগৎ-মধ্য-সত্তা (Being-in-the-world)। আমি যেমন জগতে অস্তিত্বশীল তেমনি অন্যরাও জগতে অস্তিত্বশীল। স্ব-হেতু-সত্তা ও অপর-হেতু-সত্তার মধ্যে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। আমার সম্পর্কে অপরের চেতনা এবং অপরের সম্পর্কে আমার চেতনা পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। আমি যেমন অপর ব্যক্তিকে 'বস্তু' হিসাবে দেখি তেমনি অপর ব্যক্তিরাও আমাকে 'বস্তু' হিসাবে দেখে। আমরা সকলেই একে অপরের কাছে বস্তু হিসেবে ধরা দিই। কিন্তু সার্ত্রে কোন মানুষকে 'বস্তু' হিসাবে চিহ্নিত করতে চাননি। মানুষের সঙ্গে জগতের আন্তর সম্পর্ক বর্তমান। ফলে চেতনসত্তা হিসাবে কোন কিছুই জগৎ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

কোন বিষয় সম্পর্কে চেতনসত্তা বা স্ব-হেতু-সত্তার সচেতন হওয়ার একটি আবশ্যিক শর্ত হল একই সঙ্গে চেতনসত্তার নিজের সম্পর্কে আত্মসচেতন থাকা। যার আত্মসচেতনতা নেই, তার অন্য বিষয়ে সচেতন হওয়া অসম্ভব। আত্মসচেতনতা বিষয়চেতনার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত। এটা কখনই সম্ভব নয় যে কোন বিষয় সম্পর্কে আমি সচেতন অথচ আমি জানি না যে সেই বিষয় সম্পর্কে আমি সচেতন। যেমন, একটি টেবিল সম্পর্কে আমি সচেতন অথচ আমি জানি না যে টেবিলটি সম্পর্কে আমি সচেতন।[১০]

মানুষের অস্তিত্বের চূড়ান্ত সত্য হচ্ছে 'আমি আছি' এই চেতনাই। একই সাথে মানুষ বুঝতে পারে পৃথিবীতে চেতনাযুক্ত আরও মানুষ আছে। চেতনার মধ্যে দিয়েই মানুষের অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়। মানুষের অস্তিত্ব পূর্বশর্তে বাঁধা নয়, যদিও মানুষ স্বাধীন তবুও মানুষের স্বধীনতা দেহধর্মের শর্ত ধরেই প্রকাশিত হয়। দেহধর্মের শর্তগুলি নিয়েও মানুষের স্বাধীনতার গতি ব্যাহত হয় না। মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা নীহিত থাকে, মানুষ যা হয়নি তা মানুষকে হতে হবে-এই হতে হবে চেতনাটাই হল আমিত্ববোধের চেতনা। সার্ত্রের ভাষায় একে বলা যায় নাথিংসের এর চেতনা। সার্ত্রে অস্তিত্বের সম্ভাবনার দিকটি নির্দেশ

করে বলছেন-"Nothingness can be nothingness only by nihilating itself expressly as nothingness of the world; that is, in its nihilation it must direct itself expressly toward this world in order to constitute itself as refusal of the world. Nothingness carries being in its heart."[১১] এই হতে হবে ব্যাপারটি মানুষের স্বাধীনতাকেই সূচিত করে।

তথ্যসূত্র:

১। "The development of my thought upon something which grows together with the deepest roots of my life, through which i am so to speak, grafted upen the divine, hold fast to it, even though the whole world fell apart. That is what i lack and that is what i am striving after. It is the divine side of man, his inward action which means everything, not a mass of information..." The Journal of Kierkegaard, Trans and selected by Alerander Dru, Page-45.

২। Six Existentialist Thinkers, H. J. Black ham, Page-10.

৩। ঐ, পৃষ্ঠা-১০-১১।

৪। ঐ, পৃষ্ঠা-১০-১১।

৫। ঐ, পৃষ্ঠা-১০-১১।

৬। ঐ, পৃষ্ঠা-৫৮-৫৯।

৭। Being and Time, Martin Heidegger, Translated by John Macquarrie & Edward Robinson, Page-67-68.

৮। "Being is simply the condition of all revelation" Being and Nothingness, Jean-Paul Sartre, Translated by- Hazel E. Barnes. Philosophical Library. New York. Page- 8

৯। ঐ, পৃষ্ঠা-৩০১।

১০। "...The necessary and sufficient condition for a knowing consciousness to be knowledge of its object, is that it be consciousness of itself as being that knowledge, This is necessary condition, for if my consciousness were not consciousness of being consciousness of the table, it would then be consciousness of that table without consciousness ignorant of itself, an unconscious-- which is absurd. This is a sufficient condition, for my being conscious of being conscious of that table not sufficient in fact for me to be conscious of it." ঐ, পৃষ্ঠা-১১।

১১। Being and Nothingness, Jean-Paul Sartre, Translated by- Hazel E. Barnes. Philosophical Library. New York. Page-52

গ্রন্থপঞ্জী:

১। ভদ্র, মৃনালকান্তি, অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৯১।
: অস্থিবাদ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৯৯।

২। ঘোষ, সঞ্জীব, জাঁ-পল-সার্ত্র, রত্নাবলী, ১৯৮৪।: প্রতিভাসবিজ্ঞাম ও অস্তিবাদ, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮।

৩। সরকার, স্বপ্না, অস্তিবাদ ও প্রতিভাস বিজ্ঞান, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৩।

৪। Barnes, Hazel E, Translated and with an introduction, Being and Nothingness, Philosophical Library, New York, 1956.

৫। Blackham, H. J, Six Existentialist Thinkers, Routledge & Kegan Paul Ltd, Broadway House, Carter Lane, London.

৬। Bhadra, Mrinal Kanti, Critical Survey of Phenomenology and Existentialism, Indian Council of Philosophical Research in association with Allied Publishers, 1990.